অমৃতবাণী

খোদা এ যুগের মুসলমানদের ওপর দয়াপরবশ হোন

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

খোদা এ যুগের মুসলমানদের ওপর দয়াপরবশ হোন। তাদের অধিকাংশ বিশ্বাস-সংক্রান্ত বিষয়াদি জুলুম এবং অন্যায়ের ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কুরআন শরীফ বলে যে, হযরত ঈসা মৃত্যুবরণ করেছেন, তা পড়ে আবার তাঁকে জীবিতও মনে করে। অনুরূপভাবে কুরআন শরীফে সূরা নূর বলে যে, আগত সব খলীফা এ উম্মত থেকে আসবেন, তা সত্ত্বেও হযরত ঈসাকে আকাশ থেকে নামাচ্ছেন। সহী বুখারী এবং মুসলিম বলে যে, সেই ঈসা, যিনি এ উম্মতের জন্য আসবেন, তিনি এ উম্মত থেকেই আসবেন, তা সত্ত্বেও ইসরাঈলী ঈসার জন্য অপেক্ষমান। কুরআন শরীফ বলে, ঈসা পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন না।

এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁকে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আনতে চায়। এসব সত্ত্বেও ইসলামের দাবীও করে আর বলে যে হযরত ঈসা জড়দেহসহ আকাশে জীবিত উত্থিত হয়েছেন। ইহুদীদের বিতর্ক শুধু আধ্যাত্মিক ***'রাফা'*** সম্পর্কে ছিল এবং তাদের ধারণা ছিল যে, ঈমানদারদের মত ঈসার আত্মা আকাশে উঠানো হয়নি, কেননা তাকে ক্রুশে দেয়া হয়েছে। যাকে ক্রুশে চড়ানো হয়, সে অভিশপ্ত অর্থাৎ স্বর্গে আল্লাহ্‌র দিকে তার আত্মা উঠানো হয় না। কুরআন শরীফের শুধু এ বিবাদেরই মীমাংসা করার কথা ছিল। কুরআন যে দাবী করে তা ইহুদী ও খৃষ্টানদের ভ্রান্তিকে প্রকাশ করে এবং তাদের বিবাদের মীমাংসা করে। ইহুদীদের ঝগড়া যা নিয়ে ছিল তা হলো, ঈসা মসীহ্ ঈমানদার লোকদের অন্তর্ভুক্ত নন এবং তিনি পরিত্রাণ পাননি এবং তাঁর আত্মার ***'রাফা'*** খোদার দিকে হয়নি।

সুতরাং মীমাংসার বিষয় এটি ছিল যে, ঈসা মসীহ্ (আ.) ঈমানদার এবং খোদার সত্যনবী কি-না? মু'মিনদের আত্মার মত তাঁর আত্মার ***'রাফা'*** খোদা তা'লার পানে হয়েছে কি হয়নি? কুরআনের মীমাংসার বিষয় শুধু এটিই ছিল। সুতরাং ***'বার্ রাফা'হুল্লাহু ইলাইহি'*** (সূরা নিসা ঃ ১৫৯) –এর অর্থ যদি এটি হয় যে, খোদা তা'লা হযরত ঈসা (আ.)-কে জড়দেহে দ্বিতীয় আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এ কার্য্যের মাধ্যমে বিষয়টির কী নিষ্পত্তি হলো? যেন খোদা তাআলা বিতর্কিত বিষয়কে বুঝাতেই পারলেন না, আর এমন সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ইহুদীদের দাবীর সাথে যার কোন সম্পর্কই নেই। তাছাড়া আয়াতে তো সুস্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে যে, খোদার দিকে ঈসার ***'রাফা'*** হয়েছে। মহাপ্রতাপান্বিত খোদা কি দ্বিতীয় আকাশে বসে আছেন? বা মুক্তি ও ঈমানের জন্য দেহও কি সাথে উঠানো আবশ্যক? আর অদ্ভুত বিষয় হলো, ***'বার্ রাফা'হুল্লাহু ইলাইহি'*** (সূরা নিসা ঃ ১৫৯)-তে আকাশের উলেস্নখ নেই।

বরং এ আয়াতের একমাত্র অর্থ হলো, খোদা মসীহকে নিজের দিকে নিয়ে গেছেন। এখন বল, হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত ইসহাক (আ.), হযরত ইয়াকুব (আ.), হযরত মূসা (আ.) এবং আঁ হযরত (সা.)-কে কি নাউযুবিল্লাহ্, আল্লাহ্‌র দিকে নয় বরং অন্য কারো দিকে উঠানো হয়েছে? আমি এখানে বিশেষ জোর দিয়ে বলছি, এ আয়াতকে হযরত মসীহের জন্য নির্দিষ্ট মনে করা অর্থাৎ ***'রাফা ইলাল্লাহ'***-কে তাঁর জন্য বিশেষ জ্ঞান করা আর অন্য নবীদেরকে এর বাইরে রাখা কুফরী বাক্য। এর তুলনায় বড় কুফরী আর নেই।

কেননা এমন অর্থের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.) ছাড়া সকল নবীদের ***'রাফা'*** থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। অথচ আঁ হযরত (সা.) মে'রাজ থেকে এসে তাঁদের ***'রাফা'***র সাক্ষ্যও দিয়েছেন। এ কথাও যেন স্মরণ থাকে যে, ঈসার ***'রাফা'***র' উল্লেখ শুধু ইহুদীদের সাবধান করা ও তাদের আপত্তি খন্ডনের উদ্দেশ্যে ছিল। তাই জানা উচিত, এ ***'রাফা'*** সব নবী, রাসূল ও সকল মু'মিনের জন্য সমান। আর মৃত্যুর পর সকল মু'মিনের ***রাফা*** হয়।

[লেকচার সিয়ালকোট পুস্তিকা বাংলা সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত]